Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, সোমবার, ৩১ ভাদ্র, ১৪২৫

বি.পি.এম.ও-র অধিকার জাঠা দুই জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ই সেপ্টেম্বর : বি পি এম ও-র ডাকে সাড়া দিয়ে উত্তাল হল আসানসোল-দুর্গাপুর থেকে পূর্ব বর্ধমানের রাজপথ। ধর্মীয় বিভাজনের অপশক্তি কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকার ও সরকারি দলের প্রচ্ছন্ন মদতে ভীষণভাবে আক্রান্ত শিল্পাঞ্চলে শিল্প ও শিল্পশ্রমিক, রুটি ও রুজির অধিকার আক্রান্ত, গণতন্ত্র আক্রান্ত। রূপনারায়ণপুর, সালানপুর, জামুড়িয়া, বাহাদুরপুর, নিংঘা থেকে বেনালি কয়লা শিল্প ও কয়লাঞ্চল রক্ষার দাবিতে, বার্ণপুর, হীরাপুর, ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরে অধিকার যাত্রায় মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমেছেন পথে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দূরের কথা, বাম আমলের সামাজিক সুরক্ষাগুলিও এখন আর শ্রমিকরা পান না। কৃষকের ফসলের দাম নেই, পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে, গ্রাম্য বিবাদেও পুলিশ দুষ্কৃতীদের পক্ষ নিচ্ছে—এই দমবন্ধকর পরিস্থিতির

ছবি : আব্দুস সবুর

পরিবর্তন চাই। এই আওয়াজ তুলে কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ, দাঁইহাট এবং উচালনসহ পাঁইটা পর্যন্ত দক্ষিণ দামোদরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল পদযাত্রা ইত্যাদি সংঘটিত হয়।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিও বি.পি.এম.ও জাঠায় অংশগ্রহণ করবে। ১৬ সেপ্টেম্বর ধাত্রীগ্রাম থেকে অধিকার জাঠা শুরু হয়ে সারা দিনে অতিক্রম করে ২৫ কিমি পথ। এই জাঠায় প্রথমে দেড়শো জন অংশগ্রহণ করলেও পরে তা

—এরপর চারের পাতায়

তালা দিতে ভুলে যাওয়ায় স্কুলকে সাজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ সেপ্টেম্বর : মাদ্রাসার ছুটি হয়ে যাওয়ার পর কম্পিউটার ঘরে তালা দিতে ভুলে যাওয়ায় মাদ্রাসাকে সাজা দিল পুলিশ। মাদ্রাসার তালার উপর তালা দিয়ে সময়ে মাদ্রাসা খুলতে না দেওয়া, প্রধানশিক্ষককে দীর্ঘক্ষণ থানায় বসিয়ে রেখে তাঁকে চাবি না দেওয়া, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক থেকে শিক্ষাকর্মীদের মাদ্রাসার বাইরে দীর্ঘক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করানো, কোনোটাই বাদ যায়নি। এইরকমই ভয়ানক অভিযোগ করেন এই মাদ্রাসার প্রধানশিক্ষক। ঘটনা নাদনঘাট থানার অন্তর্গত বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংহজুড়ি হাই মাদ্রাসার। এই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক গোলাম রসুল সিদ্দিক জানান, গত ১২ সেপ্টেম্বর মাদ্রাসা ছুটির পর সমস্ত জায়গায় তালা মারা হলেও ভুলবশত সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকর্মী কম্পিউটার ঘরে তালা দেয়নি। এই ভুলের জন্য মাদ্রাসাকে সাজা দিতে কম্পিউটার ঘরের সাথে গোটা মাদ্রাসাতেই তালা দিয়ে দেয় নাদনঘাট থানার পুলিশ। এদিন সকাল দশটা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা এসে বাইরে

দাঁড়িয়ে থাকে। মাদ্রাসায় এসে বিষয়টি জানানোর পর থানায় ছুটে যাই। কিন্তু ঘন্টা দেড়েক আমাকে থানায় বসিয়ে রাখা হলেও চাবি দেওয়া হয়নি। খালি হাতে মাদ্রাসায় ফিরে আসায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। মাদ্রাসার বাইরে সকলে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। জয়েন্ট বিডিওকে জানানো হয়। বেলা সাড়ে বারোটার পর থানা একজন সিভিক ভলেনটিয়ারকে দিয়ে চাবি পাঠালে মাদ্রাসার তালা খুলে দেওয়া হয়।

আচ্ছে দিন বলে সংকটে ফেলছে মানুষকে : অঞ্জু কর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ সেপ্টেম্বর : আচ্ছে দিনের কথা বলে দেশের মানুষকে চরম সংকটে ফেলা হয়েছে। মোদি বলছেন কৃষকরা সুখে আছেন। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন—কৃষকের আয় বেড়েছে। অথচ প্রতিনিয়ত কৃষক ঋণের দায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। স্বাভাবিক কারণেই কৃষির সাথে যুক্ত মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। আর এই ক্ষোভকে চাপা দিতে দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলা হচ্ছে। এটাই চরম বাস্তবতা। কথাগুলি এদিন শহিদ অলি অহম্মদ খানের স্মরণসভার বলেন সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর। কালনা-২ ব্লকের ওসমানপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত স্মরণসভার আগে পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদিতে মাল্যদান, শহিদদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করা হয়। শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন অঞ্জু কর, সুধীর ঘটক, সনাতন টুডু, করুণা ভট্টাচার্য, মহম্মদ আলী লাইলাবানু খান, অঞ্জলি মণ্ডল, মহম্মদ শাহ কাজী নুরুল ইসলাম, শ্রীকুমার দুবে প্রমুখ। পার্টি নেতা অলি মহম্মদ খান ১৯৯০ সালে এই দিনে গুপ্ত কংগ্রেসী ঘাতকদের হাতে শহিদ হন। জমিদার, জোতদার, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে গরিব মানুষকে সংগঠিত করে জমি ও মজুরিবৃদ্ধি আন্দোলন সংগঠিত করায় সিপিআই(এম) কর্মী নেতারা শ্রেণিশত্রুদের চক্ষুশূল হন। ফলে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার আগে এই এলাকায় ৪২জন পরে আরো ১০ জন শহিদ হন। বিভিন্ন শহিদের উল্লেখ করে অঞ্জু কর বলেন—গরিব খেটে-খাওয়া

—এরপর চারের পাতায়

দলীয় অফিসে আক্রমণে বন্ধ বোর্ড গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : একই ঝাণ্ডার সমর্থকদের জমায়েত, পাল্টা জমায়েত। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। আক্রমণ থেকে রেহাই পেলো না দলীয় পার্টি অফিসও। লাঠি হাতে নামলো বিশেষ পুলিশ বাহিনীও। দলীয় নির্দেশকে উড়িয়ে দিয়ে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনে হলো ভোটাভুটিও। কোথাও দলের ঠিক করা প্রার্থী জয় পেল আবার কোথাও পরাজিত হলো। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন স্থগিতই রাখতে বাধ্য হল প্রশাসন। এটাই ছিল এদিন কালনা-১ ব্লকের পঞ্চায়েতগুলির বোর্ডগঠনের চিত্র। এদিন এই ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের নির্দিষ্ট ছিল। কেবলমাত্র নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েত বাদে সব কটিরই বোর্ড গঠিত হয়েছে। নির্বাচিত হয়েছেন প্রধান ও উপপ্রধানও। পঞ্চায়েতগুলির প্রধান ও উপপ্রধানের তালিকা দেওয়া হল—(১) বেগপুর : কবিতা মাঝি, অসীম মিত্র (২)

হাটকালনা : শুভ্র মজুমদার, প্রণতি সরকার, (৩) ধাত্রীগ্রাম : পবিত্র গুপ্ত, সোম মান্ডি, (৪) কাঁকুরিয়া : রেশমা বেগ, শিবরাম ঘোষ, (৪৫) সুলতানপুর : সীমা দাস, রেফাতুল্লা মোল্লা, (৬) বাঘনাপাড়া : চম্পা কোলে, সনাতন কোড়া (৭) সিমলন : রুম্পা সর্দার, গোপেশ্বর মণ্ডল। ছবিতে হাটকালনার প্রধান ও উপপ্রধান সমেত সমর্থকরা।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাত দেড়টা নাগাদ মেমারি চকদিঘি রোডে একটি স্টেশনারী ও মুদিখানার দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটল। দোকানের মালিকের নাম সেখ সোহারাভ মণ্ডল। বাড়ি মেমারি খাঁড়োগ্রামে। গভীর রাতে ওই এলাকার এক ব্যবসায়ীর ছেলে প্রথমে ধোঁয়া ও আগুন দেখতে পেয়ে সে মেমারি থানায় খবর দেয়। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে দমকল অফিসে খবর দেওয়ার পর মেমারি লেবেল ক্রসিং গাড়ি ঢুকিয়ে আপ ও ডাউন স্টেশন দুটি ট্রেন আটকে পরপর দুটি দমকলের ইঞ্জিন পাস করিয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলে পৌঁছে

আগুন আয়ত্বে আনে। কিন্তু শেষ রক্ষা কিছু হয়নি, গোটা দোকানের সব অংশ ও জিনিসপত্র আগুনে পুড়ে যায়। আগুন লাগার খবর পেয়ে পাশাপাশি ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। আগুনের শিখাকে আর ছড়াতে দেয়নি দমকলের ইঞ্জিন। পুলিশকর্মী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আগুন নেভাতে সহযোগিতা করেন। পরিস্থিতি খুব খারাপ হতে পারতো পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের দোকান ঘরগুলিতে আগুন ছড়িয়ে গেলে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এলে রক্ষা হয়। আগুন লাগার কারণ শটসার্কিট অনুমান করছেন পুলিশও দমকলের কর্মীরা।

চারটি সেতু ভেঙে বিচ্ছিন্ন আটটি গ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ সেপ্টেম্বর : দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আটটি গ্রামের মানুষের প্রবেশ ও বেরুনোর জন্য চারটি সেতু। কিন্তু সব সেতুগুলিই ভেঙে পড়েছে। ফলে গ্রামগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় চরম সংকটে পড়েছেন কয়েক হাজার গ্রামবাসী। ঘটনা কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কল্যাণপুর ও আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেলেনেই, সর্বমঙ্গলা মালি কেলেনেই, বোয়ালিয়া, একচাকা এবং আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের দফরপুর, মোমিনপুর, মহেশ্বরপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি পাশাপাশি গ্রাম। এই গ্রামগুলি বেহুলা নদী ও সেচখাল দিয়ে

ঘেরা। এই জলাশয়গুলি পার হওয়ার জন্য অতীতে তৈরি হয় চারটি সেতু। সেতুগুলি হল কেলেনেই সেতু, বোয়ালিয়া সেচখাল সেতু, মোমিনপুর সেতু এবং মহেশ্বরপুর সেতু। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন এই এলাকার কয়েক হাজার গ্রামবাসী। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এক সময় রমরমিয়ে চলা একচাকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। এই সমিতির ম্যানেজার স্বপন দাস জানান, এই এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমবায়ের সারের ব্যবসা একেবারে বন্ধ। ফলে এই সমবায়ের সাতজন কর্মচারীকে সমবায়ে এসে হাত গুটিয়ে সারাদিন বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। এইভাবে চলতে থাকলে সমবায়ের অস্তিমযাত্রা শুরু হতে আর দেরি নেই। কালনা মহকুমা শাসক নীতেশ ঢালি জানান, আশাকরি সেতুগুলির সংস্কারের কাজ বর্ষার পরেই শুরু হবে।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৮

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।

মূল্য : ৫০ টাকা

২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্ডার দিন

নতুন চিঠি

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

গৌরী লঙ্কেশদের খুন করার পিছনে রয়েছে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী

দাভোলকার, কালবুর্গি এবং গৌরী লঙ্কেশকে খুন করার পিছনে রয়েছে একই দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী। এই তিনজনের হত্যাকাণ্ডে যারা যুক্ত, তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে হিন্দুত্ববাদী সনাতন সংস্থা এবং তার শাখা হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির। পুলিশের তদন্তে প্রমাণসহ বেরিয়ে এসেছে এই তথ্য। তদন্ত রিপোর্টকে উল্লেখ করে গত ১৫ সেপ্টেম্বর মুম্বাইয়ে একথা বলেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুলিশ আধিকারিক।

এদিন সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেছেন, পানসারের খুনিদেরও ধরার চেষ্টা চলছে, কমিউনিস্ট নেতা গোবিন্দ পানসারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর কোনও যোগসূত্রের প্রমাণ পুলিশের হাতে এখনও আসেনি। চারজনই ছিলেন উগ্র হিন্দুত্ববাদ এবং হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসের কট্টর বিরোধী এবং সেজন্যই তাঁদের পরপর খুন করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র পুলিশের ওই আধিকারিক এদিন বলেছেন, কার্যত কোনও হত্যাকাণ্ডের কিনারা সম্ভব হচ্ছিল না। তদন্তের মোড় ঘুরেছে গত মাসে পালঘর জেলার নাসাল্লাসোপারা থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের পরে। বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় যে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের সরাসরি যোগ রয়েছে দাভোলকার, কালবুর্গি এবং লঙ্কেশের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে। তদন্তে সনাতন সংস্থা এবং হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির যোগাযোগের তথ্য মিলেছে। জেরায় শারদ কালাসকার নামে এক ধৃত দাভোলকার হত্যাকাণ্ডে তার যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে। শারদের তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে শচীন আন্দুরে নামে আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। এই দু'জনেই পুনেতে দুটি পিস্তল থেকে গুলি চালিয়ে খুন করেছে দাভোলকারকে। আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে বীরেন্দ্র সিং তাওয়াড়ে নামে একজনকে। তদন্তে জানা গিয়েছে- দাভোলকার, কালবুর্গি এবং লঙ্কেশকে খুনের মূল মাথা সে-ই। এছাড়া লঙ্কেশের খুনের তদন্তে কর্ণাটক পুলিশের সিট গ্রেপ্তার করেছে পুনের ইঞ্জিনিয়ার অমল কালেকে। তার ডায়েরিতে পাওয়া গিয়েছে এই তিন হত্যাকাণ্ডে যুক্ত শারদ কালাসকার, বৈভব রাউত, সুধন্য গোন্ধালেকর প্রমুখের নাম এবং মোবাইল নম্বর। সিট আরো জানতে পেরেছে যে, লঙ্কেশকে খুনের আগে তাঁর বাড়ির চারপাশ এবং বাড়ি ও অফিসের মধ্যে তাঁর যাতায়াতের সময় বুঝে নেওয়ার জন্য পুনে থেকে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিল অমল কালে। এত দিন বিভিন্ন সূত্রে এই হত্যাকাণ্ডগুলির ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠছিল, এবার এই পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্যে তা মান্যতা পেল। তবে আর এস এস এবং তার রাজনৈতিক সংগঠন বি জে পি-র এই সংবাদে কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে বলে মনে হয় না। জাতির জনককে হত্যা করে যারা হত্যাকারীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে মন্দির তৈরি করতে পারে তাদের প্রতিক্রিয়া অবশ্য আশা করাও অনুচিত।

মহিলা সমিতির ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান স্টেশনে ৭০ বছরের বৃদ্ধার উপর পাশবিক অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সারা ভারত মহিলা সমিতির বর্ধমান শহর শাখা আই সি-কে ডেপুটেশন দিল। তাঁরা অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। সংগঠনের নেত্রী সুপর্ণা ব্যানার্জি জি আর পি পুলিশ ও প্রশাসনের অপদার্থতার কড়া সমালোচনা করে বলেন, আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর বর্ধমান স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ দেখাবে মহিলা সমিতি। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে তাঁদের সংগঠন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ছোটগল্প লেখক ও হেন্‌রির আসল নাম কি ছিল? তিনি কবে জন্মান এবং কবে মৃত্যু হয়?
২. বিশ্বধর্ম সম্মেলন আমেরিকার শিকাগোর কোন হলে অনুষ্ঠিত হয়? স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে প্রথম কবে বক্তব্য রাখেন?
৩. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কবে প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নে যান?
৪. আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কোন কোন যাত্রাবাহী বিমান আঘাত করে? কবে? বাড়ি দুটি ধ্বংস হতে কত সময় নিয়েছিল?
৫. কোচবিহার রাজ্যটি ভারতভুক্তির চুক্তি কে কে কবে করেন? কবে ভারতভুক্তি হয়ে কোচবিহার জেলা হয়?
৬. 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার আগে কি নাম ছিল? কবে থেকে দ্য স্টেটস্‌ম্যান হয়?
৭. প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলির কি কি ছদ্মনাথ ছিল? তাঁর কবে জন্ম? তিনি কতগুলি ভাষা জানতেন?
৮. দার্শনিক কার্লমার্কসের কালজয়ী গ্রন্থ ক্যাপিটাল (১ম খণ্ড) কবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?
৯. ভারতীয় আইনসভা কবে হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছিল?
১০. আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস কবে পালিত হয়? এবছরের থিম কী?
১১. প্রখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কি ছিল? কবে তাঁর জন্ম?
১২. মেদিনীপুরের হিজলী জেলে ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবী সন্তোসকুমার মিত্রকে গুলি করে হত্যা করে কবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কবিতা রচনা করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

কার নিন্দা কর তুমি

কল্যাণ সান্যাল

সংবাদপত্রে চমকে ওঠার মতো খবর আজকাল প্রায়ই বের হয়। কিন্তু চমক ছাড়াও স্তম্ভিত হওয়ার কারণ ঘটে এমন খবর ক্রমবর্ধমান। 'নারকেল ভেঙে বিজ্ঞান কেন্দ্রের শিলান্যাস'—এই শিরোনামে প্রকাশিত খবরটি একই সঙ্গে বিস্ময় এবং বিষাদের উপকরণে ভরা একটি সাম্প্রতিক খবর। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী কলকাতায় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স'-এর দ্বিতীয় কেন্দ্রের শিলান্যাস করে গেলেন। শুধু নারকেল ফাটানোই নয়, পুজোপাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। একশো তেতাল্লিশ বছর আগে এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কৃত হয়েছিল এই গবেষণা কেন্দ্রেই। সি.ভি. রমন দীর্ঘ সময় এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় রত ছিলেন এবং তাঁর ওই আবিষ্কার (রমন এফেক্ট) এর জন্য নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল। মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং আরও অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ওই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় যুক্ত থেকেছেন। তেমন একটি বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিলে শুধু ধর্মনিরপেক্ষতা নয় বৈজ্ঞানিকতাও ভূলুণ্ঠিত হয়। অবশ্য একথা ঠিকই যে সরকারি বা সরকারি অর্থে চালিত প্রতিষ্ঠানে কোনো একটি ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন করার ঘটনা প্রায়শই দেখা যায়। এতে সংবিধান-নির্দিষ্ট নীতি-নিয়ম কতটা লঙ্ঘিত হচ্ছে অথবা ধর্মীয় সংখ্যালঘু অন্যান্য মানুষেরা কতটা আঘাত পাচ্ছেন তা ভেবে দেখার মতো ভাবুকতা আজকের ভোট-সর্বস্ব রাজনীতিতে আশা করাই ভুল। বিশেষত যাঁরা ঘোষিতভাবেই কোনো বিশেষ ধর্মের ধ্বজা বহনে আগুয়ান তাঁদের কাছে অন্যতর কিছু আশা করাই ভুল।

যাঁরা ঘোষিতভাবে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাহক তাঁরাও যখন অবলীলায় এমনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তখন ভাবতে ইচ্ছা হয় যে এসব হচ্ছেটা কী! কয়েকদিন আগেই আমাদের এই রাজ্যের সরকার ঘোষণা করেছেন যে এবার দুর্গাপুজো উদ্‌যাপনে সরকারি অর্থ সাহায্য করা হবে। প্রতিটি পুজো কমিটিকে দশ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করা হবে। সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই তোলা যায়। কিন্তু সবথেকে বড় কথা হল যে কোনো বহুধর্মের দেশে একটি ধর্মের মানুষদের জন্য এভাবে সরকারি অর্থসাহায্য করা যায় না। এমনটি করা হলে অন্য ধর্মের মানুষেরা আপত্তি জানাতেই পারেন। কারণ সরকারি অর্থ জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত হয় সব মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হবে এই উদ্দেশ্যে। যদি এরপর সরকার সব ধর্মের জন্যই এভাবে আলাদা আলাদা ভাবে অর্থ সাহায্য করতে শুরু করে তাতেও বিতর্ক বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং এভাবে বোধহয় প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনিক দিক থেকেও বোধহয় এই অর্থসাহায্যের সিদ্ধান্তটি যথাযথ নয়। আর হিন্দুত্বের রাজনীতির মোকাবিলার এই পথ হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের খুশিই করবে। তাঁরা এটা ভেবে খুশি হবেন যে এতদিন সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে খুশি করার আচার-আচরণে যাঁরা মনোযোগী ছিলেন তাঁরা অতঃপর সংখ্যাগুরুদের জন্যও কিছু করে দেখাতে চাইলে তাঁদের আপত্তি নেই। গত চারটি বছরে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার নামে এদেশে যে সব ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে তার উত্তর দেওয়ার দায় থেকে সঙ্ঘ পরিবারকে এভাবে মুক্ত করার ব্যবস্থা আর যাই হোক রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিচায়ক নয়।

সংবিধানগতভাবে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার আগে থেকেই এ দেশ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটিকে মর্যাদা দিয়েছিল। বহুধর্মের দেশে বোধহয় তাছাড়া অন্যকিছু পথও ছিল না। সংবিধান প্রণয়নকালে সমগ্র সংবিধান জুড়েই তাই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটিকে মর্যাদা দেওয়ার একটি সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সংবিধানকে না পাল্টেও সংবিধানের সেই আদর্শটিকে আজ বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। আসলে মূল সমস্যা হল স্বেচ্ছাচারিতা।

আর এই স্বেচ্ছাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে-কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাপ্রাপ্তির চেষ্টার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু সেই ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য যে-কোনো কৌশল অবলম্বন গণতন্ত্রের মৃত্যু ডেকে আনে। আমাদের এই দেশে অল্প কিছু বামপন্থী রাজনৈতিক দল ছাড়া প্রায় সব রাজনৈতিক দলই হিসাব কষে রাজনীতিতে বিচরণে অভ্যস্ত। কখনো সেই হিসাব ধর্মের, কখনো তা জাতপাত বা অন্যকোনো পরিচিতির ভিত্তিতে করা হয়। এই হিসাব-নিকাশ-এর রাজনীতি যে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজকে আরও সমস্যাদীর্ণ করে তুলছে সেই চিন্তাকেও কেউ আমল দিচ্ছে না। এই রাজনীতির বিষময় ফল তাদের নিজেদের জন্যও শেষপর্যন্ত নিরাপদ ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করছে এমন নয়। গোবলয়ের রাজ্যগুলিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী উচ্চবর্ণের মানুষেরা সম্প্রতি সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলনে নেমে পড়েছেন এবং তা কেন্দ্রের বর্তমান শাসক দলের কাছে বেশ মাথাব্যথার কারণ। অন্যদিকে একশীলিভূত হিন্দু সমাজের ধারণাকে নস্যাৎ করে নিম্নবর্ণের মানুষেরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জঙ্গি আন্দোলনে নেমে পড়েছেন। ফলে একদিকে মহাত্মা গান্ধীর স্মরণ নিতে হচ্ছে, অন্যদিকে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করার কথা ভাবতে হচ্ছে। একেই বলে গরজ বড় বালাই। কিন্তু এতেও কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে? সম্ভবত না। ধর্মের কিংবা জাতপাতের রাজনীতির সম্ভাবনা অফুরন্ত নয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সে কথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে অনেক আগেই। একদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের একসময়ের নয়নমনি ওই দলটি আজ বিজেপি-বিরোধী জোট রাজনীতির সর্বাপেক্ষা আগ্রহী শক্তি। একসময়ে যারা এককভাবে রাজনীতিতে বিচরণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারেনি তারাই আজ জোটবদ্ধভাবে রাজনীতির ময়দানে বিজেপিকে পরাস্ত করতে চায়। অথচ এই কংগ্রেসই শাহবানো মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে নস্যাৎ করে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিল। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জাতপাতভিত্তিক প্রাদেশিক দলগুলি গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের নিম্নবর্ণের সমর্থনভিত্তিও নড়ে গেছে। অথচ সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে অনগ্রসর জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সংরক্ষণের ব্যবস্থা মূলত কংগ্রেস-প্রাধান্য বিশিষ্ট সংবিধানসভারই বিশেষ অবদান এ নিয়ে বিতর্ক করার সুযোগ নেই। অবশ্য একথাও ঠিক যে স্বাধীনতাপরবর্তী তিনটি দশকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাচারী শাসন গণতন্ত্রের অনেক ক্ষতিসাধন করেছিল। গত শতকের সাতের দশকে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণার স্পর্ধা প্রদর্শন কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। রাজ্যে রাজ্যে প্রাদেশিক দলসমূহের উত্থান এবং পরিচিতিভিত্তিক রাজনীতির পেশি প্রদর্শন সেই ছিদ্রপথেই ভারতের রাজনীতিতে থাবা বসাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু একথা বলা যেতে পারে যে 'মণ্ডল কমিশন'-পরবর্তী জাতপাতের রাজনীতি বর্তমান ভারতে কিছুটা হলেও স্তিমিত হতে শুরু করেছে। এখন দেখা যাক হিন্দুত্বের রাজনীতির মোকাবিলায় তা কিছুটা হলেও ভূমিকা পালন করতে পারে কিনা।

কুকুরের আক্রমণ সাতগাছিয়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ সেপ্টেম্বর : ডাঙ্গাপাড়ার ঘটনার পরের দিনই কুকুরের আক্রমণে কালনার পূর্ব সাতগাছিয়ায় আহত হলেন এক বৃদ্ধা। ঘরের দাওয়ায় বসেছিলেন মানু বিশ্বাস নামের এক বৃদ্ধা। একটি পাগলা কুকুর ছুটে এসে হঠাৎ তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খুবলে তুলে নেয় চোখের উপরের বেশ কিছুটা অংশ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। উল্লেখ্য গতকাল এই হাসপাতালেই দুজন পাগলা কুকুরে কামড়ানো রোগী ওমর আকমান ও সেখ ইয়াসমিন মণ্ডল ভর্তি হয়। তাঁদের বাড়ি নাদনঘাট থানার ডাঙ্গাপাড়ায়।

পূর্বস্থলীতে আবার হনুমানের আক্রমণ। ১৭ সেপ্টেম্বর হনুমানের হামলায় গুরুতর জখম হলেন প্রমিলা দাস নামে

এক বৃদ্ধা। হনুমান তার পিঠের ও পায়ের মাংস কামড়ে তুলে নেয়। বাড়ি পূর্বস্থলী নিমদহ পঞ্চায়েতের উখুরু দাসপাড়ায়। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ১২৫ বছরে ফিরে দেখা

অরুণ মজুমদার

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। ভারতবাসীর কাছে একটি ঐতিহাসিক দিন। ওই দিনই আমেরিকার শিকাগো শহরের কলম্বাস হলে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিশ্বধর্ম মহাসভা। বিশ্বের নানা প্রত্যন্ত থেকে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা এসে সমবেত হয়েছেন নিজ নিজ ধর্মের মাহাত্ম তুলে ধরার জন্য। হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে সভাপতি মিস্টার ব্যারোজ স্বামী বিবেকানন্দকে পরিচিত করালেন এবং বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানালেন। বিবেকানন্দ শুরু করলেন—"আমার আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভায়েরা..." মুহূর্তের মধ্যে যেন বিস্ফোরণ ঘটল। সাত হাজার প্রতিনিধি তুমুল করতালি ধ্বনি দিতে দিতে উঠে দাঁড়ালেন। দু'মিনিট ধরে চললো এই উচ্ছ্বাস। স্বামীজি নিজেও অতটা ভাবেননি। গেরুয়া বসনধারী সেই ঐতিহাসিক পোষাকে এমনিতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন প্রতিনিধিদের। তারপর সেই ঐতিহাসিক বক্তব্য : যে ভারত থেকে তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই ভারত যুগ যুগ ধরে বিশ্বের তাবৎ ধর্মের মানুষকে, নির্যাতিত মানুষকে আশ্রয় দিয়ে আসছে পরম সমাদরে নিজের কোলে টেনে নিয়েছে।

বিবেকানন্দ প্রায় ছ'ফুট উচ্চতার অধিকারী প্রায় ১৮০ পাউন্ড ওজনের অনবদ্য দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী। কুস্তিলড়া, ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার খেলা, ফুটবল খেলা, অসাধারণ গানের গলা, সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান। পাশ্চাত্য দর্শনেও অসাধারণ প্রাজ্ঞ বিবেকানন্দ বক্তৃতার জন্য কোন নোট তৈরি করে রাখার প্রয়োজন হতো না। অধ্যাপক রাইট তাঁকে যে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন তাঁর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ দিয়ে লিখলেন—ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সব অধ্যাপককে এক করলেও এঁর সমকক্ষ হবেন না। বইয়ের পাতায় একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই গোটা পাতা পড়া হয়ে যেত। শোনা যায় বিলাতে লাইব্রেরি থেকে প্রতিদিনই মোটা মোটা দর্শনের বই নিয়ে যেতেন। খুব তাড়াতাড়ি ফেরত দিতেন। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক একদিন বলেই ফেললেন—আপনি শুধু শুধু বই নিয়ে যান আর ফেরত দেন, পড়েন কখন। বিবেকানন্দ বইটি লাইব্রেরিয়ানের হাতে দিয়ে বলেন যে-কোনো পাতা থেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এমনই ছিল তাঁর পড়ার ক্ষমতা। ওখানকার পত্রিকায় লিখেছে ইনি এত ভালো ইংরেজি বলেন যা অধিকাংশ আমেরিকান পারেন না। আমেরিকার বিদ্যুৎ সমাজ একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর অসামান্য বাগ্মিতায়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশও তিনি পরিক্রমণ করেন এবং ভারতসন্ন্যাসী হিসাবে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সমস্ত পত্রপত্রিকায় তাঁকে সাইক্লোনিক হিন্দু নামে অভিহিত করল।

১৮৯৭ সালের ১ মে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। 'ভারতের জাতীয় জীবন নিত্য স্পন্দিত হচ্ছে কুটিরেই। স্বামীজির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণস্পন্দন মুখ্যত ধ্বনিত হয়েছে ভারতের অগণিত দরিদ্র, অবহেলিত, পতিত অচ্ছুৎ মানুষকে কেন্দ্র করেই।' তাঁর কথায়—"আমাদের মিশন (আন্দোলন বা ব্রত) হচ্ছে অনাথ দরিদ্র মূর্খ চাষাভুষোর জন্য।" তাঁর মহান মতের সমন্বয়-"বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীর দেহ—একমাত্র আশা।" স্বামীজি আশাবাদী বলেছেন— নতুন ভারত বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে

সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা....অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।' 'প্রত্যেক ধর্ম অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে। সম্প্রদায় থাকুক কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক।

স্বামীজির সামনে কিছু লোক এসে বলল তারা গো-মাতা রক্ষার জন্য একটি সংগঠন করেছেন তাতে মদত দিতে। স্বামীজি বার বার জানতে চাইলেন—এত গরিব দেশভর্তি তাঁদের জন্য কিছু করবেন কি? ওরা উত্তর দিলেন না আমরা শুধুই গোমাতার কথাই ভাবছি। মানুষের জন্য ভাবনার দরকার নেই। স্বামীজি বললেন—এমন মাতার সুসন্তানদের দেখেই বুঝেছি। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমিষ নিরামিষ সবই চলতো তাঁর। এখনকার ভারতে বিজেপির রক্ষীবাহিনী তো ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচুর মানুষকে পিটিয়ে মেরেছে তাদের কাছে নাকি গো-মাংস আছে এই অপরাধে। অথচ আমাদের দেশে মুসলমান, খ্রিস্টান আদিবাসীদের একটা অংশ হিন্দুদের অনেক মানুষ গোমাংস গ্রহণ করেন। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে কি রাষ্ট্র নাক গলাতে পারে? এত কুটিল মন নিয়ে কি স্বচ্ছতা আনা যায়। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে শুধু পুজোআর্চায় টাকা দিয়ে মানুষকে কি কিনে নেওয়া যায়?

এই সমস্ত অনুদারতার বিরুদ্ধেই স্বামীজি লড়াই করতে বলেছেন। যুব সমাজকে এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতি ঘরের দরজায় পৌঁছে যাবার, তাদেরকে আত্মীয় অনুভবে ডেকে নেবার আবেদনই শিকাগো বক্তৃতার যথার্থ তাৎপর্য।

দেশাত্মবোধ, জনগণের প্রতি ভালোবাসা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং বিশ্বশক্তির গভীর আস্থা যুবকযুবতীদের মধ্যে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

এখনতো আমাদের দেশে বৈশ্যশাসন চলছে। এ ব্যাপারে স্বামীজি বলেছেন "এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাহিরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ।...বৈশ্যযুগ আরো উদার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়। মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে।"

"হাজার হাজার সাধু-ব্রাহ্মণ ফিরছেন তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরিবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন—"ছুয়ো না, আমায় ছুয়ো না।" "হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে।" "ছুৎমার্গের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। উহা হিন্দুধর্ম নহে, উহা আমাদের কোন শাস্ত্রে নাই। ...একটি কুসংস্কার মাত্র।" তিনি বলেছেন—"জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশি মূল্যবান।" মানুষ সর্বপ্রকার জীবজন্তু হইতে, এমনকি দেবাদি হইতেও উচ্চতর। মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ নাই। তাহাকে আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে। পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (socialist), তার কারণ এই নয় যে আমি ওই মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'—এই হিসাবে।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই

জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে 'বায়োগ্রাফি অন স্টেজ'

মিতা চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান 'আলাপ' প্রতি বছরই শহরবাসীকে উপহার দেয় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে তেমনই একটি রুচিশীল সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন বর্ধমানের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বর্ধমানের তিন বিশিষ্ট নাগরিককে সম্মানিত করে সংস্থাটি। সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় প্রবীণ অধ্যাপক তথা ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের বিশিষ্ট সংগ্রাহক কল্যাণ ভট্টাচার্য, সঙ্গীতশিল্পী তথা চিকিৎসক তপনকান্তি ঘোষ এবং স্বনামখ্যাত ভাস্কর প্রভাত মাঝিকে। প্রভাত মাঝির ভাস্কর্যের মাধ্যম টেরাকোটা। অনুষ্ঠানের প্রাক্‌কথন এবং সম্মাননা পর্বের সঞ্চালনা করেন বিমলানন্দ রায়।

পরবর্তী পর্বে 'বায়োগ্রাফি অন স্টেজ'-এর বিষয় ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—বিস্মৃত পথিকৃৎ। কথা, গান, ছবি, সুর, নাটক আলো ধ্বনি গল্প নিয়ে সমগ্র উপস্থাপনাটির তথ্য আকর ও ভাবনাসূত্র হল সঙ্গীত গবেষক তথা শিল্পী মানস বসুর 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জীবনধারা ও গান', দ্বিতীয় খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বারো বছরের

বড় ছিলেন ঠাকুরবাড়ির নতুন তথা দেবেন্দ্রনাথ-সারদাদেবীর পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সিতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলালগুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। বাড়িতে সমবয়সী সঙ্গী ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ—অবন-গগন ঠাকুরের বাবা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গুণেন্দ্রনাথের আয়োজন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আয়োজিত হয়েছিল এক্সট্রাভ্যাগাঞ্জা নাটক, সেকেলে ধরনের বসন্তোৎসব। এরপরেই কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখেই ফরাসি শেখার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বোম্বাই যাত্রা করেন। তারপর চলতে থাকে আঁকা, সেতার শেখা, সেতারে সৎ ভেঙে গান, 'নবনাটক'-এ অভিনয়, উপাসনার ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি। এরপর হঠাৎ করেই কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে বিবাহ। প্রিন্স দ্বারকানথের পৌত্র জ্যোতিরীন্দ্রনাথের ব্যবসায়িক উদ্যোগ ছিল রক্তে। প্রথমে তিনি পাটের ব্যবসায় নামেন। সেখানে অবশ্য লোকসান হয়। পরে শিলাইদয়ে নীলচাষ শুরু করেন। লাভের টাকায় নামেন স্টিমার ব্যবসায়। বরিশালে চার চারটি স্টিমার চালানোর প্রথম উদ্যোগপতি বাঙালি ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। মঞ্চসফলতা পেয়েছেন 'অলীকবাবু', 'পুরুবিক্রম', 'অশ্রুমতী', 'সরোজিনী' প্রভৃতি নাটকে। সৃষ্টি করেছেন অজস্র গান। তারপর ভরাডুবি হয় স্টিমার ব্যবসায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কাদম্বরীর তেতলার ছাদের নন্দনকাননে তৈরি হয় সৃষ্টিশীল সাহিত্যবাসর। কিশোর রবি তখন দাদা-বৌদির ছায়াসঙ্গী। গানের হাত মকশো নতুনদাদার সুরে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহের আশ্রয় ছিল নতুন বৌঠান। সৃষ্টিশীল মানুষ ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। 'সঙ্গীত সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা, 'ভারতী' পত্রিকার মূল উদ্যোক্তা, নানান ধারার গান, গীতিনাটক প্রভৃতির স্রষ্টা এই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন তাঁরই। তারপর তাঁর জীবনে নেমে আসে এক অঘটন। আত্মহত্যা করেন স্ত্রী কাদম্বরীদেবী। তাঁর মৃত্যুর পর সৃষ্টিশীল কাজে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে ঠাকুরবাড়িতে কাটিয়েছেন ১৫ বছর। তারপর চলে যান রাঁচিতে, শান্তিধামে। রত থাকেন সারস্বত সাধনায়। রাঁচিতেই ৭৬ বছর বয়সে ১৯২৫-র ৪ মার্চ প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেই প্রয়াত হন এবং প্রতিভাধর মানুষটি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে কথানাট্য, গান এবং নৃত্যের মাধ্যমে অত্যন্ত সুচারুভাবে উপস্থাপন করে 'আলাপ'-এর শিল্পীবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঙ্গীতভাবনায় ছিলেন ভারতী দাস, ভাবনা রচনা ও পরিচালনা করেন মানব বন্দ্যোপাধ্যায়। গানে ছিলেন ভারতী দাস, জয়া চক্রবর্তী, লীনা দত্ত, মঞ্জরী নাগ, প্রগতি মুখোপাধ্যায়, রাজশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানব বন্দ্যোপাধ্যায়। কথানাট্যে অনির্বাণ বিশ্বাস, রাতুল চক্রবর্তী, কাকলি রায়, কৃষ্ণা কর্মকর, উদয়শংকর মুখোপাধ্যায়, সুনেত্রী চক্রবর্তী, সৌম্য দেব, সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্যে ছিলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, সম্পৃক্তা দে, অনিতা রুইদাস ও শতরূপা চৌধুরী।

দুর্ঘটনায় সিপিআই(এম) দরদীর মৃত্যু

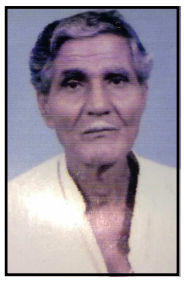

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ১১ সেপ্টেম্বর : সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সিপিআই(এম) রূপনারায়ণ ভট্টাচার্যের (৫৮)। এদিন ময়নাতদন্ত হয়ে মৃতদেহ তাঁর বাড়ি মন্তেশ্বরে এলে শেষ শ্রদ্ধা জানান পার্টি নেতা কর্মীরা। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, সিপিআই(এম)-এর মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক চৌধুরী মহম্মদ হেদায়তুল্লা, কৃষক নেতা হামিদ সেখ প্রমুখ। রূপনারায়ণ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ঠিকা পাম্প অপারেটর ছিলেন। এদিন সকালে সাইকেল নিয়ে মন্তেশ্বরের কামারশালা মোড়ে চা খেতে আসছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে একটি পিকাপ ভ্যান তাঁকে ধাক্কা দেয়। তাঁকে মন্তেশ্বর হাসপাতালে পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ঘাতক যানটি আটক ও তার চালককে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ পৃথক আর একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক সাইকেল আরোহী পরিমাল দাস (৫০)-এর। ঘটনাটি ঘটে নাদনঘাট থানার উত্তর গোয়ালপাড়া গ্রামের এস.টি.টি.কে সড়কে। মৃতের বাড়ি নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পারুলডাঙা গ্রামে। কালনা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

প্রধান হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্তের পুলিশ হেফাজত

নিজস্ব সংবাদতাতা, কালনা, ১২ সেপ্টেম্বর : সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুকুর আলী ও তাঁর সঙ্গী বাপন সেখ হত্যাকাণ্ডে মুল অভিযুক্ত সাদেক শেখের পুলিশ হেফাজত দিয়েছে কালনা আদালত। কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সাদেক সেখ গত ৫ সেপ্টেম্বর কালনা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। কালনা অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক কুসুমিকা দে মিত্র তৃণমূলের এই হেভিওয়েট নেতাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ১৯ সেপ্টেম্বর পুনরায় তাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। আরো তদন্তের স্বার্থে পুলিশ সাদেক সেখকে ৭ দিনের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য কালনা আদালতে আবেদন করেন। তারই প্রেক্ষিতে এদিন বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে চলতি বছরের ২৪ মার্চ খুন হন কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শুকুর আলী সেখ ও তাঁর সঙ্গী বাপন সেখ। তৃণমূলের ৩৬ জনের নামে এফ.আই.আর হয়। মূল অভিযুক্ত হলেন কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সাদেক সেখ। গত ২২ জুন আদালতে এই মামলার চার্জশিট জমা পড়ে। পুলিশের পেশ করা চার্জশিটে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হলেও বাকি অভিযুক্তদের ফেরার দেখানো হয়। এই ফেরারদের মধ্যে ন'জনের বাড়িতে হাই এলার্ট নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাদের বাড়ির আসাবাবপত্রও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এই বিশেষ ন'জনের তালিকায় ছিলেন সাদেক শেখ।

বাড়ি ধুলিস্যাৎ করে মিললো ৩৮টি বিষাক্ত সাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ সেপ্টেম্বর : তিন কুটুরির একটি বাড়িতে ছিল এক পরিবারের দীর্ঘদিনের বসবাস। কিন্তু সেই গোটা বাড়িটা ভেঙে মিললো ৩৮টি বিষাক্ত গোখরো সাপ। আর ওই পাঁচ সদস্যের পরিবারটি এখন খোলা আকাশের নিচে ত্রিপল খাটিয়ে বসবাস করছে। ঘটনাটি কালনা-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুর গ্রামের। পেশায় নির্মাণকর্মী দিলদার শাহ তাঁর পরিবারের পাঁচ সদস্যকে নিয়ে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা এই বাড়িটিতে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করতেন। মাস তিনের আগে এই বাড়িতে যখন তখন সাপের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। একটার পর একটা সাপ মেরেও যখন এই সর্পকুলের বিনাশ হচ্ছে না দিলদার শাহ বাড়িটাই ছেড়ে দেন। দূরে ফাঁকা জায়গায় ত্রিপল খাটিয়ে গোটা পরিবার নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। সাপুড়ে ডেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৮টি খরিশ গোখরো সাপ ধরা পড়ার পর সর্প আতঙ্ক শুধু এই পরিবারে নয়, সেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা শিকারপুর গ্রামে।

শুধু সাপের আতঙ্কই নয়, দিলদার শাহ পরিবারের সামনে একটা চরম সামাজিক সংকটও তৈরি হয়েছে। কারণ দিলদার শাহই এই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। ঘর ছাড়ার পর থেকেই তাঁর কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই পরিবারের সামনে ঘর সংকটের সাথে হাজির হয়েছে খাদ্য সংকটও। সংকট কাটাতে দিলদার শাহ হাজির হয়েছিলেন কালনা-১ নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অবনীত পুনিয়ার কাছে। আপৎকালীন সাহায্য হিসাবে এই পরিবারকে সেখান থেকে দুটি ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অবনীত পুনিয়া জানান—বন দপ্তরের দুইজন সর্প বিশেষজ্ঞকে খবর দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেখানে তাঁরা যাবেন। আপৎকালীন সাহায্য হিসাবে যা যা প্রয়োজন তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আর ওই পরিবার নির্দিষ্ট ফর্মে ঘরের আবেদন করলে আমরা জরুরি ভিত্তিতে সেই আবেদনপত্র জেলায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।

শহিদ স্মরণে ৫৭ জন যুবক যুবতীর রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : তিন শহিদ আলি আহম্মদ খান, খ্যাদা মুড়া এবং ছাত্র নেতা জামালউদ্দিন শেখ স্মরণে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বৈদ্যপুরের সিপিআই(এম) পার্টি অফিস চত্বরে ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে ৪৭ জন যুবক যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। যার মধ্যে সাত জন মহিলা। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, আয়োজক সংগঠনের প্রাক্তন বর্ধমান জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত বাগচী। উপস্থিত ছিলেন—নবকুমার বাগ, কাজী মোজাফ্ফর হোসেন, জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। উদ্বোধনকালে সুদীপ্ত বাগচী বলেন, মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই করতে গিয়ে উল্লেখিত তিনজন শহিদ হয়েছেন। আজ বিশ্ব গণতন্ত্র দিবসেই

তাঁদের স্মরণ করছি আমরা রক্ত দিয়ে। এই রক্তদান একটা নিছক কিছু করা নয়, এই মহতী অনুষ্ঠানে আমাদের শপথ নিতে হবে শহিদদের রেখে যাওয়া কাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তবেই প্রকৃত শহিদদের স্মরণ করা সার্থক হবে।

আচ্ছে দিন বলে সংকটে ফেলছে মানুষকে

—প্রথম পাতার পর

মানুষের হয়ে বলার কেউ নেই, একমাত্র কমিউনিস্টরা ছাড়া। তাই আক্রমণের ধারা বজায় থাকে, শহিদ হতে হয় তাদের। বর্তমানেও মানুষের চরম সংকটময় মুহূর্ত তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্টরাই। মানুষের নায্য দাবিগুলি আদায়ের প্রশ্নে অধিকার জাঠা শুরু হয়েছে। সেই জাঠায় মানুষের অংশগ্রহণ ঘটিয়ে দাবি আদায়কে আরো ত্বরান্বিত করতে হবে। শহিদদের জীবন থেকে সেই শিক্ষা নিয়ে মানুষের দাবি আদায় সুনিশ্চিত করতে পারলেই তবেই শহিদ স্মরণ সার্থক হবে। এদিনের স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকুমার দুবে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি আব্দুল নাসের খান ওরফে নাসের খান, পিতা—প্রয়াত সেখ মুলুকা খান ওরফে বসির খান লস্করদিঘি পোঃ ও থানা—বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম নাসের খান। পিতা প্রয়াত বসির খান যা আমার সমস্ত তথ্যপঞ্জিতে নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু ভোটার পরিচয়পত্রে আমার পিতার নাম সেখ মুলুকা খান নথিবদ্ধ হয়েছে। নাসের খান পিতা প্রয়াত বসির খান ও আব্দুল নাসের খান পিতা সেখ মুলুকা খান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দুদিনের নাট্যউৎসব

আয়োজক

বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

৮ অক্টোবর হ জ ব র ল-র নাটক 'বিপজ্জনক'।

মুখ্য অভিনয়ে : দেবশঙ্কর হালদার। রচনা ও নির্দেশনায় চন্দন সেন।

৯ অক্টোবর ইউনিটি মালঞ্চ-এর নাটক

'আত্মকথন'

রচনা : স্বপন ঘোষ, প্রয়োগে : দেবাশিস সরকার।

বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাটক

'ছেলে গেছে বনে'

রচনা : অংশুমান কর, প্রয়োগে : উদয়শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। ও

বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গান।

স্থান : সংস্কৃতি লোকমঞ্চ

বর্ধমান, সময় : সন্ধ্যায় ৬টা

আমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করুন—

পূজন সেনগুপ্ত (৯৪৭৪৩৭৫৫২৪),

'গীতমঞ্জরি' রানিগঞ্জ বাজার চৌমাথা।

সারদা ইলেকট্রিক, রাজবাটি উত্তরফটক।

'নবীনা বুক স্টল' বিশ্রাম ভবন, কার্জনগেট।

উদয় মুখোপাধ্যায় (৯৭৩২৩৪৬১৬১)।

'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর।

মহিলা কলেজে ন্যাক পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর এম.ইউ.সি. মহিলা কলেজে ন্যাক (NAAC) পরিদর্শন হয়ে গেল। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নের জন্য ইউ.জি.সি-র বিধি অনুযায়ী গঠিত ন্যাকের মূল্যায়ন বর্তমানে ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলির মধ্যে মহিলা কলেজই প্রথম কলেজ যেটি তৃতীয়বারের জন্য মূল্যায়নে অংশ নিল। আগের দুবার মূল্যায়ন হয়েছে ২০০৮ ও ২০১২ সালে। এই মূল্যায়নসূত্রে পাওয়া সংশাপত্রের বৈধতার মেয়াদ পাঁচ বছর। এ বছর মূল্যায়ন করতে যে দল এসেছিল তার তিনজন সদস্যই মহিলা। চেয়ারপার্সন অধ্যাপিকা মধুমিতা দাস ওড়িষ্যার বালাসোরের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। মেম্বার কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপিকা গীতা কেরলের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষিকা। আর এক সদস্য ড. পি রানাডে পুনের এক কলেজের অধ্যক্ষ। মূল্যায়নের প্রথম পিয়র টিমের সদস্যরা কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য, বর্তমান ছাত্রী, প্রাক্তনী, অভিভাবকদের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলে কলেজের পঠন-পাঠনের গুণমান সম্পর্কে ধারণা তৈরি করেন। পরিদর্শন রিপোর্টের কপি অধ্যক্ষের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় ১৫ সেপ্টেম্বর। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা উল্লিখিত হলেও কলেজে পঠন-পাঠন-গবেষণার মান প্রশংসিত হয়েছে।

গোলাম মুন্সী-র জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সর চিন্তাহরণ মুখার্জী স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোলাম মুন্সী (৬৫) ১৫ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। আউশগ্রাম-১-এর দিগনগর মালিদাপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা গোলাম মুন্সী সর দিগনগর অঞ্চলের গ্রামোন্নয়নে বিশেষত পাকা সড়ক, বিদ্যালয় নির্মাণ, হাসপাতাল ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে নিজেকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রেখেছিলেন।

কবিতা পাঠের আসর ও বই প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ সেপ্টেম্বর : শ্রুতিবাক আয়োজিত কবিতা পাঠ ও কবিতার বই প্রকাশ অনুষ্ঠান হল বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে। অনুষ্ঠানে সঞ্চয়িতা কুণ্ডুর কবিতার বই 'জিরো ডিগ্রীতে সৎকার'-এর প্রকাশ ও আলোচনা করেন সৈয়দ হাসমত জালাল। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন অংশুমান কর, নিয়াজুল হক, গিরিধারী সরকার, কৃষ্ণা মালিক প্রমুখ। আবৃত্তি করেন অর্পিতা পাল, হিয়া সুলতানা, সুপর্ণা দাস প্রমুখ। গান পরিবেশন করেন মণিকা ঠাকুর ও আরাত্রিকা ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ছিলেন নীলা কর, প্রশান্ত মাজী ও শ্রুতিবাকের পক্ষে দেবেশ ঠাকুর। সভাপতিত্ব করেন দীপক রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মনামী ঘোষ।

বি.পি.এম.ও-র অধিকার জাঠা দুই জেলায়

—প্রথম পাতার পর

অনেক বেড়ে যায়। ধাত্রীগ্রাম, কৃষ্ণদেবপুর এবং হাটকালনা হয়ে পনেরোটি গ্রাম অতিক্রম করে এই জাঠা।

পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা সংলগ্ন যাদবগঞ্জে ধামসা-মাদল মাথায় রঙিন হাঁড়ি, হাতে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে প্রায় চারশোর বেশি শ্রমজীবী ১২ সেপ্টেম্বর অধিকার যাত্রায় শামিল হয়। ঝাড়গড়িয়া, দারিয়াপুর, গোপীনাথবাটী, ধাড়াপাড়া প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে প্রায় ১৫ কিমি পথ অতিক্রম করে লক্ষ্মীগঞ্জ আদিবাসীপাড়ায় শেষ হয়। লাল পতাকার ঢেউতোলা জাঠাকে গ্রামের মানুষ দু-হাত তুলে অভিনন্দন জানান।

মেমারির দিকে বিজরায় জাঠা শুরু হয়ে আমাদপুর, কেজা, তাতারপুরে শেষ হয়। পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের ছাতনী বাসস্ট্যান্ডে পদযাত্রা শুরু হয়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে নিমদহ, বেলেরহাট, ধরমপুর মোড়, জামালপুর হাটতলায় শেষ হয়।

বর্ধমান শহরে সি পি আই (এম)-র ২নং এরিয়া কমিটি এলাকায় বি পি এম ও-র অধিকার যাত্রা আজ শুরু হয়েছে। চলবে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। সব পাড়ায় সব মহল্লায় পদযাত্রা পৌঁছে যাবে। জাঠার ৮ দফা দাবি ছাড়াও স্থানীয় দাবিগুলি যুক্ত করা হয়েছে। ৬ দিন ধরে এই পদযাত্রায় অংশ নেবেন এলাকার সর্বস্তরের শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষ। এদিনের পদযাত্রা বর্ধমান শহরের ২০, ৩৩, ৩৪নং ওয়ার্ড ঘুরেছে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১) উইলিয়াম সিডনি পোর্টার। জন্ম ১৮৬২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। মৃত্যু ৫ জুন ১৯৯০। ২) কলম্বাস হলে। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। ৩) ১৯৩০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। ৪) ইউ.এস. এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৬৭ এবং বস্টোন লস অ্যাঞ্জেলস, বোয়িং বিমান ৭৬৭। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। ১১০ তলাটি ১০ ঘন্টা ১০ মিনিট এবং ১০৭ তলাটি ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। ৫) রাজা জগদ্বীগেন্দ্র নারায়ণ এবং ভারত সরকার, ১৯৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, ১ জানুয়ারি ১৯৫০। ৬) 'দি ইন্ডিয়ান স্টেটস্ম্যান', ১৮৭৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। ৭) 'সত্যপীর' এবং 'ওমর খৈয়াম'। ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৫টি ভাষা। ৮) ১৮৬৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। ৯) ১৯৪৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। ১০) ১৫ সেপ্টেম্বর, "একটি পরিবর্তিত বিশ্বের জন্য 'স্ট্রেন' (চাপ) সমাধান অধীনে গণতন্ত্র।"। ১১) অনিলাদেবী। ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। ১২) ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। 'প্রশ্ন' কবিতাটি।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

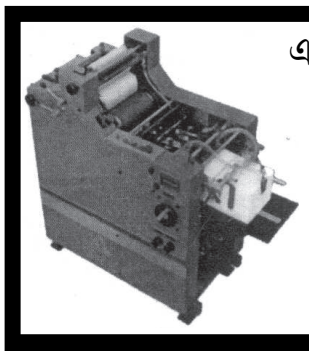

সাধনা প্রেস

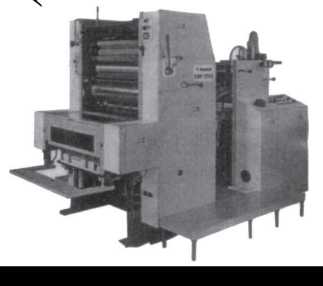

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা